দৌলতপুরে মৃত ব্যক্তির নামে খাদ্য কর্মসূচির চাল উত্তোলন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ১৯৩ জন ভোক্তার সংখ্যা আছে। সেই তালিকায় থাকা এক মৃত ব্যক্তির নামে দেড় বছর চাল উত্তোলনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ প্রেক্ষিতে গত ৩ মে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষরিত এক আদেশে ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলা খাদ্যগুদামের সাব ইন্সপেক্টরকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জানান, তদন্ত প্রতিবেদন জমা হয়েছে কিনা এই মুহুর্তে বলতে পারছিনা। যদি তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় তবে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

জানা যায়, ২০১৬ সালে সারা দেশের ন্যায় দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নেও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এবং উক্ত তালিকা অনুযায়ী বছরে ৫ বার ১০ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি করে চাল ১৯৩ জন পরিবারের মধ্যে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, গত পাঁচ বছরের মধ্যে অনেকেই আছে এ পর্যন্ত এক থেকে দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন।

এমনকি ক্রমিক নম্বর ২০ নবীর উদ্দিন, পিতা মৃত দানেশ দফাদার দেড় বছর পূর্বে মৃত্যু বরন করেছেন। কিন্তু তার নামের চাল গত ১৬ এপ্রিল উত্তোলন করা হয়েছে। আরও জানা যায়, ক্রমিক নম্বর ৫৫ সোলাইমান মন্ডল, পিতা ইউনুস আলী নিজে এ পর্যন্ত মাত্র দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন। কিন্তু প্রতিবার চাল উত্তোলন করা সিটে তার চাল উত্তোলন দেখানো হয়েছে।

এছাড়াও ৬৮ ক্রমিকের টগরজান, স্বামী রবিউল ইসলাম এবং ৭০ ক্রমিকের রবিউল ইসলাম, পিতা ফজলুর রহমান উভয়ে স্বামী স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাদের নাম একই তালিকায় পাওয়া গেছে। ক্রমিক নম্বর ১৮ সাজেদা খাতুন, স্বামী তুজাম, ক্রমিক নম্বর ৩০ টগরজান খাতুন, স্বামী

আনারুল, ক্রমিক নম্বর ৪৪ হামেদ শেখ, পিতা করিম শেখ, ক্রমিক নম্বর ৫৬ ইস্তাহার আলী, পিতা আরজান সর্দার এই চারজনের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও তাদের নামে ভিজিডি কার্ড আছে বলে তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেছে।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার মো. মাসুদুর বলেন, কেউ মৃত্যু বরণ করলে কিংবা অন্য কোন তালিকায় একই ব্যক্তির নাম থাকলে সেটা দেখার দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের। আমার দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকারি চাল ডিও করে এনে কার্ডধারীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া।

কুষ্টিয়ায় ফ্রীজের ঠান্ডা পানি খেয়ে ছাত্রীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় ফ্রীজের ঠান্ডা পানি খেয়ে মেহজাবীন ইসলাম চৌধুরী তাসমী (১৬) নামে এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

তাসমী চৌধুরী চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ জেহালা গ্রামের মতিউল ইসলাম চৌধুরী টনিকের মেয়ে। এবং কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন স্কুল এণ্ড কলেজের একাদশ মানবিক শাখার শিক্ষার্থী।

সে কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড খন্দকবাড়ীয়া মহল্লায় পিতা-মাতার সাথে ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করতো। খন্দকবাড়ীয়া তাসমী চৌধুরীর পিতার নানা বাড়ী।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, সারাদিন রোজা রেখে ইফতারীর পর (১৬ মে) রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে ফ্রীজের ঠাণ্ডা পানি খাবার পর তার দীর্ঘদিনের শ্বাস কষ্ট বেড়ে যায়। স্বজনরা তাঁকে দ্রুত মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

কুষ্টিয়ায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশেষ মতবিনিময় সভা অুনষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশেষ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে কুষ্টিয়া পৌর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন।

এসময় তিনি বলেন, দেশের এই ক্লান্তিলগ্নে করোনা মোকাবেলার পাশাপাশি ডেঙ্গু প্রতিরোধে কাজ করতে হবে। ভারতীয় এক প্রতিবেদনে দেখা যায় আমাদের দেশে করোনার রোগের পাশাপাশি ডেঙ্গু রোগের আক্রান্ত হচ্ছে। ডেঙ্গু দমনের জন্য এখনি স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, গত বছরের ডেঙ্গু প্রতিরোধে কুষ্টিয়া পৌরসভার যেভাবে পরিকল্পনা মাপিক কার্যক্রম পরিচালিত করছিলো আশা করি এবারো তা অব্যাহত থাকবে।

একই সাথে স্বস্ব ওয়ার্ডে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদেরকে নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজ করাসহ যদি নিজ আঙ্গিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় সকলকে নিজ নিজ জায়গা থেকে এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, কুষ্টিয়ার উপ-পরিচালক মৃনাল কান্তি দে, কুষ্টিয়া পৌরসভার প্যানেল অব মেয়র-০১ মতিয়ার রহমান মজনু, প্যানেল অব মেয়র-০২ সাইফ-উল-হক মুরাদ, কাউন্সিলর আনিছ কোরাইশী।

বিশেষ অতিথির বক্তবে মৃনাল কান্তি দে বলেন, বৈশিষ এই করোনা মহামরী আমরা এর আগে দেখিনি। করোনা যুদ্ধে স্ব স্ব অবস্থান থেকে আমরা জনগনের সেবা করে যাচ্ছি । ডেঙ্গু প্রতিরোধে আমরা প্রত্যেকে দায়িক্ত ও কর্তব্যে প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাজ করলে সমস্যা হবে না। গত বছরের ন্যায় কুষ্টিয়া পৌরসভা এবছরও ডেঙ্গু প্রতিরোধে দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি ডেঙ্গু প্রতিরোধে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করবে বলে আমি আশা করি। এবিষয়ে কুষ্টিয়া পৌরসভাকে সহযোগিতার করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে মেয়র আনোয়ার আলী বলেন, বৈশ্বিক মহামারীতে বিশ্বে উন্নত দেশগুলোতে করোনা মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে। আমাদের দেশেও প্রতিদিন করোনা রুগী বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে না পারে সেজন্য ১ লা জানুয়ারী থেকে আমারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করি। এর মধ্যে ৮টি ফগার মেশিন দিয়ে পর্যায় ক্রমে ২১ টি ওয়ার্ডে কীট ছেটানো হচ্ছে। এছাড়াও অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ করে ২১ টি স্প্রে মেশিন দিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলদের সহযোগিতায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ ডাঃ একেএম মুনিরকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি এবিষয়ে পৌরবাসীর সার্বিক সহযোগীতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম।

পরে ফগার ও স্প্রে মেশিন দিয়ে মশক নিধন অভিযান উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন।

সাড়ে ৫’শ মানুষকে ‘ফ্রি বাজার’ দিলেন প্রকৌশলী টুটুল

এলাকার কর্মহীন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে আবারও ‘ফ্রি বাজার’ দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) আলিমুজ্জামান টুটুল।

শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নে সাড়ে ৫’শ মানুষকে ‘ফ্রি বাজার’ দেওয়া হয়।

কর্মহীন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে চাল, ডাল, আটা, তেল, আলু, পেঁয়াজ, রসুনসহ নিত্য প্রয়োজনীয় নানা পণ্য ও প্রায় ১৫-২০ পদের সবজি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)

আলিমুজ্জামান টুটুল বলেন, করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে গৃহে আবদ্ধ অসহায় মানুষের মাঝে বিনামূল্যে ভ্রাম্যমাণ মুদি দোকান দিয়ে তাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করি।

তিনি জানান, হজ্বের জন্য জমানো টাকা থেকে এ মানবসেবা শুরু করেছি।

এ কাজে তাকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করে আসছে তারই হাতে গড়া সংগঠন ‘গ্রীন চাইল্ড’র ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষার্থী। সাধারণ মানুষকে বিগত একমাস ধরে নিয়মিত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এ পর্যন্ত সাত হাজারের অধিক মানুষের মাঝে প্রয়োজনীয় পণ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তিনি।

তিনি আরোও জানান, আজ সকালে সাড়ে ৫’শ মানুষের মাঝে এসব ব্যাগ ভর্তি করে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে।তিনি বলেন, আমি আমার এলাকার মানুষের কষ্ট দেখে তাদের কষ্ট কিছুটা কমানোর জন্যই এই উদ্যোগ নিয়েছি।

ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা আলিমুজ্জামান টুটুলের। পাশাপাশি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সাধ্যমতো অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

কাল থেকে কুষ্টিয়ার সকল দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা

কুষ্টিয়া জেলার সকল উপজেলার শপিংমল, দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন।

শুক্রবার বিকেলে জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন এ ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, করোনা দুর্যোগকালীন বাজার মনিটরিং কমিটির সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের দেওয়া শর্তসমূহ উপেক্ষা করে মানুষের উপচে পড়া ভিড়, অসচেতনতা ও

অবহেলার কারণে যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় এবং পাশ্ববর্তী জেলার লোকজন বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এ জেলায় আসছে ফলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ভয়াবহতা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় শনিবার সকাল থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জেলার সকল উপজেলা পর্যায়ের সকল হাট-বাজার, ব্যবসা কেন্দ্র, দোকান-পাট, শপিংমলসমুহ বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

তবে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট জরুরী সেবাসমুহ ও ঔষধের দোকান ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, কৃষি পণ্য পরিবহনের যানবাহন এর আওতামুক্ত থাকবে।

জেলা প্রশাসক আরও জানান, এ আদেশ অমান্য করলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

করোনা দুর্যোগে অসহায়দের পাশে মিরপুর উপজেলা যুবলীগ নেতা

বিশ্ব কাঁপানো করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক কাজ করে চলেছে উপজেলার করোনা মোকাবেলায় অগ্রভাগের সৈনিক উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, শাকিলুর রহমান বিটু।

বুধবার বিকেলে পথচারী ও ছিন্নমুলদের মাঝে ইফতার ও রান্না করা খাবার বিতরণ করেন তিনি।

এছাড়াও প্রতিদিনই তাকে দেখা যায় উপজেলার কোন না কোন এলাকায়। কখনো কারো হাতে স্যানিটায়জার স্প্রে করে জীবাণুমুক্ত করা,আবার কখনো কাউকে গ্লাভস মাস্ক স্যানিটাইজার দিয়ে সাহায্য করা।

মিরপুর উপজেলার ১৩ ইউনিয়ন ও পৌরসভার মিরপুর উপজেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে সে।

করোনা সংক্রমন বিস্তাররোধে প্রতিটি গ্রামের যুবসমাজকে কাজে লাগিয়ে জীবানু নাশক স্প্রে করাচ্ছে এলাকার মসজিদ,মন্দির,বাজার,চলাচলের রাস্তায় এতে করে উপজেলায় সৃষ্টি হচ্ছে সচেতনতা। এছাড়াও বিটু পল্লী চিকিৎসকদের PPE সহ সুরক্ষা সামগ্রীর যোগান দিয়ে গ্রামের মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছে।
এখানেই শেষ নয়।

উপজেলার করোনা সচেতনতার পাশাপাশি করোনার কারনে কাজ করতে না পারা দিনমুজুরি খেটে খাওয়া অসাহায় মানুষের জন্যও নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে চাউল ডাউল ও সবজি সহায়তা দিয়ে মানবিক কাজেও অংশ নিচ্ছে বিটু।

কুষ্টিয়ায় গাঁজা ও ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ায় ভারতীয় আমদানি নিষিদ্ধ ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ রিমন আলী
(১৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। এসময় চার কেজি গাঁজা ও ৩৩০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

বুধবার দুপুরের দিকে মিরপুর উপজেলার ঝুটিয়াডাঙ্গা ব্রিজ এলাকা থেকে একটি পিকআপ ভ্যান আটক করে তল্লাশি চালিয়ে এসব মাদকসহ তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত রিমন আলী রাজবাড়ী জেলার ভবানীপুর এলাকার লালন শেখের ছেলে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম জানান, পুলিশের নিয়মিত টহল পরিচালনাকালে মালিহাদ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই আবুল কালাম আজাদ ঝুটিয়াডাঙ্গা ব্রিজ এলাকা থেকে একটি পিকআপ ভ্যান আটক করে। এসময় তল্লাশি চালিয়ে চার কেজি গাঁজা ও ৩৩০ বোতল ফেন্সিডিলসহ রিমন নামের মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।

তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় বড় বোনকে ধর্ষণ চেষ্টা: ছোট বোনকে অপহরণ

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঘরবাড়ি ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। পরে বাড়ির মহিলাকে বেধড়ক পিটিয়ে তার বড় মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা ও ছোট মেয়েকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছে। তবে কুমারখালী থানার ওসি মজিবুর রহমানের তাৎক্ষণিক তৎপরতায় ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করা হয়।

সোমবার (১১মে) রাত সাড়ে ৯ টার দিকে কুমারখালীর চাপড়া ইউনিয়নের পাহাড়পুরে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩০ মার্চ পাহাড়পুরে ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে দু’গ্রুপের সংঘর্ষে মৃত চাঁদ আলীর ছেলে নেহেদ আলী (৬০) ও বকুল আলী (৫৫) নামে আপন দুই সহোদর খুন হন। সেই জোড়া খুনকে কেন্দ্র করে এলাকায় লুটপাট ভাংচুর ও উত্তেজনা চলে আসছিল।

এ ঘটনার জেরে সোমবার রাতে এক পক্ষের তথ্য অন্যপক্ষের নিকট আদান-প্রদান করা সন্দেহে ছাদ ব্যাপারী সমর্থিত ৩০/৪০ জন রবিউলের বাড়িতে আকস্মিক হামলা চালিয়ে তার স্ত্রী বিউটিকে মারপিট করে ফ্রিজ, টিভিসহ অন্যান্য মালামাল লুটপাট করে।

এ সময় তার বড় মেয়েকে বাঁশবাগানে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে এবং ছোট মেয়েকে অপহরণ করে ছাদ ব্যাপারীর বাড়িতে লুকিয়ে রাখে।

এ ব্যাপারে কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মজিবুর রহমান বলেন, রবিউলের বাড়িতে ছাদ ব্যাপারীর সমর্থিত ৩০/৪০ জন হামলা চালিয়ে তার স্ত্রীকে পিটিয়ে আহত করে লুটপাট ও ভাংচুর করে। এ সময় রবিউলের বড় মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করে এবং ছোট মেয়েকে অপহরণ করলে আমরা তাৎক্ষণিক উদ্ধার করি।

তিনি আরও বলেন, ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

পদ্মার দুর্গম চরাঞ্চলে অসহায়দের পাশে কুষ্টিয়া জেলা যুবলীগ

খাদ্য সংকটে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশহরিপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর ও সদর কুমারখালী উপজেলার সাদীপুর পদ্মা নদীর দুর্গম চরাঞ্চলে অসহায় দরিদ্রদের পাশে দাঁড়িয়েছে কুষ্টিয়া জেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক ও কয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলাম স্বপন।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী এই দুই এলাকায় কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় পরিবারের জন্য জরুরী খাদ্য সামগ্রী ও অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

জেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম স্বপন তত্বাবধায়নে খাদ্যসামগ্রী বিতরণকালে সাদীপুর ইউনিয়নে আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আসলাম আলীসহ স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ
এবং সদর উপজেলার হাটশহরিপুর ইউনিয়নের ৯ নং ও্রয়ার্ড (ভবানীপুর) এলাকার ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি বাবুল মেম্বার ও সাধারন সম্পাদকের নেতৃত্বে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলাম স্বপন বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার আহবানে সাড়া দিয়ে ও আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফের সঠিক দিক নির্দেশনায় করোনা প্রতিরোধ মোকাবেলার যুদ্ধে আজ জেলা যুবলীগ অসহায়দের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।

করোনার এই কালো অধ্যায় আমরা শীঘ্রই দূর করতে পারবো বলেও আশা ব্যক্ত করে জনগনের প্রতি এই যুবলীগ নেতা আরও বলেন, ‘আপনাদের মনোবল রাখতে হবে, সাহস রাখতে হবে। শেখ হাসিনার সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে। শেখ হাসিনার সৎ ও সাহসী নেতৃত্বে ও আমাদের প্রিয় নেতা জননেতা মাহবুব উল আলম হানিফের সঠিক দিক নির্দেশনায় আমরা

ইনশাআল্লাহ ঘুরে দাঁড়াবো। তাই এই করোনা দুর্যোগের ক্রান্তিকালে অসহায়দের পাশে সকলকে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়ার আহবান জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মানুষের গৃহবন্দী হয়ে পড়েছে মানুষ। কর্মহীন হয়ে পড়েছে দিনমজুর খেটে খাওয়া মানুষেরা। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলোরা সব থেকে বড় সমস্যায় পড়েছে। তাদের পাশে দাঁড়াতে নিরলসভাবে প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছেন জেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম স্বপন।
তিনি বিভিন্ন এলাকায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে যাচ্ছেন করোনা বিষয়ে সচেতন করা সহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ঘরে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি খাদ্যসামগ্রী ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

কুষ্টিয়ায় ঈদের কেনাকাটায় মার্কেটে ভীড়: মানছে না নির্দেশনা

ঈদের কেনাকাটার জন্য ঘর ছেড়ে মার্কেটে বেরিয়ে এসেছে কুষ্টিয়া শহরবাসী। মহামারি করোনাভাইরাসের ভয় উপেক্ষা করে নানা বয়সী মানুষের ভীঢ় পরিলক্ষিত হয়েছে শহরের বিভিন্ন শপিং কমপ্লেক্স ও বিপনী বিতানগুলোতে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া সময় সকাল ১০টার আগেই মার্কেটের সড়কগুলোতে যেন মানুষের ঢল নামে। সরকারিভাবে কেনাকাটা সীমিত পরিসরে করার নির্দেশনা দেওয়া হলেও কোনও মার্কেটেই ক্রেতা বা বিক্রেতারা তা মানছেন না।

সোমবার (১১মে) সকালে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন সড়কে এবং মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে অবস্থান নিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা গেছে।

কিছু দোকান বিপণিবিতান শপিং মলের সামনে সাবান পানি হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা থাকলেও মানুষ তা ব্যবহার করছে খুব কম।

কুষ্টিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্র এনএস রোডে যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে। মানুষ পায়ে হেঁটে কেনাকাটা করছে। এতে করে আবার ভোগান্তীতে পড়েছে মানুষ।

মজমপুর থেকে বড়বাজার পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার সড়কে কোন রিকশা ও ইজিবাইক চলতে দিচ্ছে না প্রশাসন। ফলে মানুষ বাধ্য পায়ে হেটে চলাচল করতে হচ্ছে।

বাবলু রহমান নামের এক ব্যবসায়ী শহরের পৌর বাজারে এসেছেন। এক বস্তা চালসহ নিত্যপয়োজনীয় বাজার নিয়ে পড়েছেন বিপাকে। কোন রিকশা না থাকায় সেসব নিয়ে বাসায় যাবে কিভাবে এ নিয়ে ক্ষোব প্রকাশও করেন তিনি।

গতকাল রোববার (১০মে) থেকে কুষ্টিয়া শহরে শুধু জুয়েলারি দোকান ছাড়া সকল দোকানপাট খুলেছে। সকাল ১০টা থেকে চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত। সকাল থেকে শুধু তৈরি পোশাক কিংবা জুতা-স্যান্ডেলের দোকানই নয় রড-সিমেন্টসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সব দোকানই খোলা দেখা রয়েছে।

বেচা-কেনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তো দূরের কথা শারীরিক দূরত্বও কেউ রাখেননি। মানেনি হাতে হ্যান্ড গ্লোভস ও মুখে মাস্ক পরার নির্দেশনা।

পছন্দের পোশাক, জুতা-স্যান্ডেল ও কসমেটিকসসহ অন্যান্য সামগ্রী কেনার জন্য ক্রেতাদেরকে একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি এমনকি ঠেলাঠেলিও করতে দেখা গেছে। অনেকে তাদের শিশু সন্তানদেরকেও সঙ্গে এনেছিল।

দোকানদারদের হাঁক-ডাকও করতে দেখা গেছে। মার্কেট করতে আসা মানুষের মধ্যে করোনার ভয় একেবারের লক্ষ্য করা যায়নি। তবে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভীড় বেশি দেখা গেছে।

শিশু সন্তান সাথে নিয়ে মার্কেট করতে আসা রাশিদা বানু জানান, আমি বাচ্চা নিয়ে শপিং করবো বলেই এসেছি। বড়দের জন্যও ঈদের জন্য শপিং করছি। মাস্ক পরে থাকলেও তবে আপনি কেন হ্যান্ড গ্লোভস পরেননি এমন প্রশ্নে তিনি বলেন বিষয়টি আমি জানতাম না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পুলিশ সদস্য জানান, আমরা ভিড় ঠেকাতে

হিমশিম খাচ্ছি। প্রধান সড়ক এনএস রোড যানজট মুক্ত রাখতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কিছু সড়কের মোড়ে যানবাহন ছাড়া শুধু মানুষ ঢুকতে পারছে।

দোকান মালিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সিনিয়র সহসভাপতি এস এম কাদেরী শাকিল বলেন, শহরের প্রধান সড়ক এনএস রোডে কোনরকমেই রিকশা ও অটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে। এতে করে অনেকেরই অসুবিধা হচ্ছে। বিশেষ করে পরিবেশকদের গাড়ী ভেতরে ঢুকতে না পারায় দোকানে মালামাল সরবরাহ পারছে না।

তিনি আরও জানান, ওষধ বাদে সবকিছুর দোকান সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলার রাখার জন্য আমরা নিয়মিত তদারকি করছি। এছাড়াও শিশুদের সাথে করে মার্কেটে না আসার অনুরোধ করছি এবং সরকারী নির্দেশনা মানার জন্য আমরা নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছি।

উল্লেখ্য, করোনার সংক্রমণ রোধে গেল ২৬ মার্চ থেকে সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এতে সরকারি-বেসরকারি অফিসগুলার সঙ্গে সঙ্গে দোকান-পাট ও বিপণিবিতানগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। পঞ্চম দফা সাধারণ ছুটি বাড়িয়ে তা করা হয় ১৪ মে পর্যন্ত। এরমধ্যে সীমিত পরিসরে খুলে দেওয়া হলো ঈদ মার্কেট।

কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ২০ জন।